যুগান্তর

09 SEP 2013

পৃঃ ৪

# শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

বহুমাত্রিক সর্বগ্রাসী তৎপরতার ভেতর দিয়ে ক্ষমতার পালাবদলের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রাস্তার বিলবোর্ড থেকে, পাড়া-মহল্লার নানা স্থাপনা হয়ে শিক্ষাঙ্গনে বইতে শুরু করেছে সে হাওয়া। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু হয়েছে সংঘর্ষ-সন্ত্রাস। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি প্রদর্শন ও ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। তারই সর্বশেষ ঘটনা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে তিন ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, 'তুচ্ছ' ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূচনা হয় এ সংঘর্ষের আর সেই 'তুচ্ছ' ঘটনার মাশুল গুনতে হচ্ছে হাসপাতালের শয্যায় ৪০-৫০ জন আহত ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীকে। কপালকে সাবাস ঠুকতে হয় যে, এ সংঘর্ষে মৃত্যুর শিকার শূন্য। গতকালের যুগান্তরে যেভাবে দা, কাটারি, কুড়াল এবং দেশীয় মারাত্মক ধারালো অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষের ছবি ছাপা হয়েছে সেই আক্রমণাত্মক উন্মাদ থামাতে পুলিশ ৪৬ রাউন্ড শটগানের গুলি এবং ২০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস খরচ না করলে সন্দেহ নেই যে মৃত্যুর স্কোর হয়তো শূন্য থাকত না।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হয়ে উঠেছে ছাত্র সংগঠনগুলোর স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার। অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ভাষা। কত তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে যে তারা এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে নিজেদের শিক্ষাজীবন নষ্ট করছে তার ইয়ত্তা নেই। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েই তাণ্ডব চালিয়ে পরীক্ষা পণ্ড করে দিয়েছে ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা। কারণ? তাদের এক নেতা কারাগারে, সে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না, তাই পরীক্ষাটাই তারা ভণ্ডুল করে দিয়েছে। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার রোপণকে সন্ত্রাসের অধিকারে পরিণত করেছে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠনগুলো। এ সংগঠনগুলো যে কেবল পরস্পরের বিরুদ্ধেই সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তাই নয়, তারা জড়িয়ে পড়েছে নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসেও। তেমন সংবাদও ছাপা হয়েছে গতকালের যুগান্তরে— চট্টগ্রামে ছাত্রদলের ৪ গ্রুপের মহড়া। ককটেল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পেশি প্রদর্শন ও মারমুখী তৎপরতা। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন থাকায় সংঘাত-সংঘর্ষ ঘটতে পারেনি।

সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘর গোছাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। ঘর গোছাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও। তারা দলের ভেতর উপদলীয় কোন্দল মিটিয়ে ফেলার জন্য তৃণমূলের নেতাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। ঘর গুছিয়ে সন্তুষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুল আলম হানিফ। তিনি বলেছেন, চিন্তা শুধু ছাত্রলীগ ও যুবলীগকে নিয়ে, তারা কথা শোনে না! অন্যান্য অঙ্গসংগঠনে সমস্যা নেই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত মাহবুবুল আলম হানিফের এ স্বীকারোক্তির সঙ্গে বিরোধী দলের ঘর গোছানো নেতার অভিজ্ঞতাও হয়তো মিলে যাবে— হুবহু। কিন্তু এ 'অভিজ্ঞতা'র অন্তর্নিহিত 'শিক্ষাটা' কী? 'শিক্ষাটা' তো এই যে, নিয়ন্ত্রণহীন ফ্রাংকেনস্টাইনের যে দানব তারা শিক্ষাঙ্গনে তৈরি করেছেন সেই দানব প্রভুর অবাধ্য এবং একদিন হয়তো বধ করবে প্রভুকেই! আমরা মনে করি, শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় শিক্ষক রাজনীতি, দলীয় ছাত্ররাজনীতিমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেবে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো। সেটাই শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার একমাত্র পথ।